দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 05 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুল ভবন না থাকায় শীত, ঝড়বৃষ্টি ও প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে আকাশের নিচে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। ছবিটি কুড়িগ্রামের দুর্গম চরাঞ্চল উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের বেগম নুরনাহার রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ● আমাদের সময়

শ্রেণিকক্ষের অভাবে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান

নিজস্ব প্রতিবেদক; কুড়িগ্রাম ●

শ্রেণিকক্ষের অভাবে খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক কোমলমতি শিশু। ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণার দুই বছরেও নির্মাণ না হওয়ায় তারা খোলা আকাশের নিচেই ক্লাস করছে। কুড়িগ্রামের দুর্গম চরাঞ্চলে বিদ্যালয়টি হওয়ায় কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শীত, ঝড়বৃষ্টি ও প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জেলার উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে ১৯৮৬ সালে বেগম নুরনাহার রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার চার বছরের মাথায় ১৯৮৯ সালে ছোট একটি অফিসরুমসহ চার কক্ষবিশিষ্ট একটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। এর মাত্র তিনটি কক্ষে পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন শিক্ষকরা।

শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটিতে শ্রেণিকক্ষের অভাবে ১ম ও ২য় শ্রেণির ক্লাস মাঠের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে নিতে হতো। ভবনটি নির্মাণের সময় নিম্নমানসামগ্রী ব্যবহার করায় দুই বছর আগেই তা ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে।

উপজেলা প্রকৌশল বিভাগের লোকজন দুই বছর আগে বিদ্যালয়টি সরেজমিন পরিদর্শন করে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে তা ব্যবহার বন্ধ করে দেয়।

এর পর সেখানে বিকল্প ভবন নির্মাণের প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ না হওয়ায় বেগমগঞ্জ ইউনিয়নের দুর্গম চর এলাকার কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাজীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। ঝড়বৃষ্টির দিনে এখানে অঘোষিত ছুটি ভোগ করেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

এ অবস্থায় বিদ্যালয়টির ভবন নির্মাণ অতিজরুরি হয়ে পড়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৫ শিক্ষকের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। সরেজমিন বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সাইফুল ইসলাম বলে, আমাদের স্কুলের ঘর না থাকায় আমরা রোদের মধ্যে মাটিতে চটের ওপর বসে ক্লাস করছি। আমাদের স্কুল ভবনের দরকার। একই কথা জানাল ৪র্থ শ্রেণির সবুজ ও আকলিমা।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খ ম রেজাউল করিম বলেন, এখানে ভবন না থাকায় পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উপায় না পেয়ে আমরা এভাবেই ক্লাস ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।